R. N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৩২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৬ সাল
৯ই এপ্রিল, ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে ফরাক্কা মাষ্টার রোল কর্মী প্রতিনিধি দল

বিশেষ প্রতিনিধি : ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের ১৫৮৬ জন মাষ্টাররোল কর্মচারী দীর্ঘ ৭।৮ বছর যাবৎ কাজ করে আসছে এবং ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্প নির্মাণ ও তার উন্নতি সাধনে তাদের অবদান নিতান্ত কম নয়। অথচ স্থায়ী জীবন জীবিকার প্রশ্নে এই কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ২৭ মারচ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফরাক্কা ব্যারেজ মাষ্টাররোল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধি দল আলোচনার পর এই মর্মে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এল এ আবুল হাসনাৎ খান। স্মারকলিপিতে বলা হয়, এর জন্য ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিকস্বার্থবিরোধী আচরণকেই আমরা দায়ী বলে মনে করি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাক্কা বাঁধ কর্তৃপক্ষ বহু পূর্বেই এই ১৫৮৬ জন কর্মচারীর মধ্যে ৯২০ জনকে স্থায়ী পদে কাজ করেন বলে স্বীকৃতি দেন এবং অবিলম্বে তাঁদের স্থায়ীকরণের সুবন্দোবস্ত করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, স্থায়ীকরণ দূরে থাক, তাঁদের স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল না। বহু আলোচিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিজড়িত ভৌগোলিক ও অর্থ-নৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের এই মেহনতী শ্রমিক শ্রেণী 'প্রকল্পের' অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ দায়িত্বের সঙ্গে বহন করে চলেছে। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকারের অনিচ্ছা ও শ্রমিকবিরোধী নীতি তাদের ন্যায্য মর্যাদা, সুযোগ-সুবিধা এমন কি ন্যায্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত করছে। বর্তমানে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্ল্যান্টে চাকরির নামে কেলোকীর্তি

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ এপ্রিল—ফরাক্কা থার্মাল প্ল্যান্ট এখনও বিশ বাঁও জলে। এরই মধ্যে ইন্দিরা কংগ্রেসী নেতাদের দরবারে চাকরি প্রার্থীদের ভিড় বাড়ছে। এ ব্যাপারে একজন ছাত্রনেতা এক ধাপ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি কয়েকজন বেকারের কাছ থেকে চাকরি দেবার নাম করে টাকা-পয়সা আদায় শুরু করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে। ওই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এর আগে জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র ভর্তির নামে টাকা-পয়সা আদায় করার একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দল ক্ষমতাসীন থাকায় ওই সব অভিযোগের কোন রকম তদন্ত হয়নি। বর্তমানে ঐ ছাত্রনেতা একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দহরম মহরম আছে এই কথা প্রচার করে চাকরি প্রার্থীদের হাতছানি দিচ্ছেন। অনেকের কাছেই টাকা-পয়সা হাতানো হচ্ছে। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একটি চিঠি পাঠাতে দুশ' টাকা খরচ ?

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ এপ্রিল—বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি বহরমপুর থেকে রঘুনাথগঞ্জে একটি 'চিঠি পাঠাতে সরকারের ২০০ টাকা খরচ হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের ওই খবরে জানানো হয়েছে, ওই দিন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের জঙ্গিপুর মহকুমা অফিসে একটি নিলাম ডাক পরিচালনার দায়িত্ব ছিল প্রধান কার্যালয়ের একজন অফিসারের উপর। ওই দিন তাঁর বহরমপুর থেকে এখানে আসার কথা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের কিছুক্ষণ আগে একটি ভাড়া করা জীপ এখানে হাজির হল দুজন কেরাণী ও একজন পিওন নিয়ে। সঙ্গে মহকুমা ওভারসিয়রকে সেই নিলাম পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া একটি চিঠি। বহরমপুর সদর অফিস থেকে এখানকার মহকুমা অফিসে বাসে পিওন মারফৎ একটি চিঠি পাঠাতে খরচ হয় যেখানে দশ টাকারও কম, সেখানে নাকি ওই চিঠি পাঠাবার জন্য জীপ ভাড়া করা হয়েছিল দু'শ টাকা দিয়ে। অথচ বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ বাস সারভিসে সেদিন কোন গোলমাল ছিল না।

সব দোষ ঝড়ের ?

অরঙ্গাবাদ, ৯ এপ্রিল—দেরীতে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, গত ২৬ মার্চের একটা মাঝারি ধরনের ঝড়ে বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদাই গ্রামের সদ্য নির্মিত প্রাইমারী স্কুলগৃহটি ভিতসমেত উপড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। ১৯৭৯ সালে জিলা পরিষদ ঐ স্কুলগৃহটি তৈরী করার জন্য আঠারো হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। নাদাই গ্রামের অধিবাসী ও গ্রামের একজন পঞ্চায়েত সদস্যকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, স্কুলগৃহটির নির্মাণকার্য ও তদারকির ভার ছিল সিধোড়া গ্রামের জনৈক পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যের উপর। সঙ্গে ছিলেন ১নং সুতি পঞ্চায়েত সমিতির এস এ ই। প্রথম থেকেই কাজের মান নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কিন্তু বার বার ঐ পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য ও সংশ্লিষ্ট এস এ ই-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল হয়নি ? স্কুলের প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, কাজের 'স্পেসিফিকেশন' দেখতে চেয়ে অপদস্থ হতে হয়েছে। একাধিকবার অনুরোধ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আইনজীবী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে পশ্চিমবঙ্গের আইনজীবীদের ৩৭তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০০ আইনজীবী সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ওই দিন সকালে জঙ্গিপুর সিভিল কোর্ট কমপাউন্ডে সম্মেলন উদ্বোধন করেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি অমরেন্দ্র-নাথ সেন। পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ডঃ দেবীপ্রসাদ পাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি সব্যসাচী মুখারজি। সন্ধ্যায় একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন 'বড়লোকের বেটি' স্বপ্না চক্রবর্তী, বেতার শিল্পী গোপাল রায় ও আরও অনেকে।

ব্লক যুব উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৭ এপ্রিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৪, ৫, ৬ এপ্রিল তিনদিনব্যাপী রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের যুব উৎসব। তিন দিনের কর্ম-চঞ্চল দিনগুলি বিশেষভাবে আলোড়ন তোলে—ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের সফলতার মধ্যে দিয়ে। ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের এ্যাথ-লেটিকস, ভলিবল ও খো খো প্রতি-যোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাটক, বিতর্ক, সংগীত প্রতিযোগিতা ম্যাকেঞ্জি পার্ক, সেবাশিবির ও এস ডি ও কোর্ট মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর পুরসভার সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও রঘুনাথগঞ্জ—১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সত্যব্রত ঘোষাল।

যাদবসভার ক্ষোভ

ধুলিয়ান, ৯ এপ্রিল—ফরাক্কার একজন হোটেল ব্যবসায়ীকে প্রহারের জন্য ফরাক্কা সামসেরগঞ্জ থানা যাদবসভা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ খবর দিয়ে জানানো হয়েছে, ২১ মারচ ফরাক্কার হোটেল ব্যবসায়ী শ্রীরাম ঘোষকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৬।

বর্ষ-বিদায়

মাঝে আর মাত্র কয়েকটি দিন। তাহার পরেই বিদায় লইবে আর একটি বঙ্গাব্দ—বাঙলা ১৩৮৬ সাল। চৈত্রের ঝরাপাতা, দ্বিপ্রহরের দাবদাহ, কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা তাহারই ইঙ্গিত বহন করিতেছে। পয়লা বৈশাখ নব-বর্ষের সাদর সম্ভাষণ বাঙালী সাম্বরে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

বাঙলা যে বৎসরটি চলিয়া যাইতেছে, বাঙালী জাতির ইতিহাসে তাহা একটি অবমাননার বৎসর হিসাবে চিহ্নিত হইয়া রহিবে। ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যে বাঙালী জাতির সেই অবমাননা ঘটিয়াছে। বিদেশী বিতাড়নের নামে পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া আসামে বাঙালী নির্যাতন চলিতেছে। অসমিয়া গণের বাঙালী-বিদ্বেষ পাশ্চাত্যের বর্ণ বিদ্বেষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জার বিষয়। সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে আসাম অমর্যাদা করিতেছে। উপদ্রব দমনে সরকারের ভূমিকা দেখিয়া বোধ হইতেছে, দেশে আইন আছে শৃঙ্খলা নাই; সরকার আছে সরকারী তৎপরতা নাই। আর কিছুদিন এইভাবে চলিতে থাকিলে ধারণা হইত, দেশে বুঝি সরকারের অস্তিত্ব বলিতে কিছুই নাই—আসাম আবার আদিম যুগে ফিরিয়া গিয়াছে। উপদ্রব দমনে ব্যর্থ হইয়া সরকার আসামকে উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আসাম হাই কোর্ট সরকারী ঘোষণার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন। সুতরাং আসামে বসবাসকারী বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাইতেছে না।

আসামে আন্দোলনকারিগণের স্মরণ রাখা উচিত, বাঙালী চিরবিদ্রোহী। বাঙালী কাহারও নির্যাতন মুখ বুজিয়া সহ্য করে না। শুধু জাতীয় সংহতির (যদিও নাই) স্বার্থে এখনও চুপ রহিয়াছে। কিন্তু বেশীদিন তাহারা এই অবমাননা সহ্য করিবে না। নব-বর্ষের প্রাক্কালে আসাম যেন এই কথা মনে রাখে।

আমাদের ইতিহাস

শ্রীবরুণ রায়

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি, বাঙালীর ইতিহাস নাই। এ খেদোক্তি শিক্ষিত বাঙালীর মনকে কতটুকু স্পর্শ করেছে জানিনা। কিন্তু আমাদের সত্যিকারের ইতিহাস জানার বা তা খুঁজে বের করার আগ্রহ শিক্ষাভিমানী বাঙালীর মধ্যে তেমন করে দেখা দেয়নি।

অতীত ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনার চেষ্টা প্রায় ছিল না বললেই চলে। রাজা-রাজড়াদের বৃত্তভোগী মহাকবি বা পণ্ডিতরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের স্তুতিবাদ করে সত্যি মিথ্যায় মিশানো যে বীরগাথা রচনা করে গিয়েছেন তার অনেকাংশ ইতিহাস বলে প্রচলন লাভ করেছে। ইংরাজ আমলের সত্যিকারের ইতিহাস বলতে কিছু নাই। স্কুল কলেজে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তার বেশির ভাগই রাজা-রাজড়াদের উত্থানপতন, সাম্রাজ্য বিস্তার, রাজপরিবার ও রাজপারিষদদের আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র—এই সবের বিবরণ। দেশের আপামর জনসাধারণের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের সংগ্রাম ও সাধনা, তাদের সংগীত, শিল্প, রীতিনীতি, জীবনচর্যা—এসবের খোঁজ কেউ রাখেনি। অথচ দেশের সত্যিকারের ইতিহাস তো সেই অনাদৃত গণজীবনের মধ্যেই ছড়ানো আছে। সারা দেশের ইতিহাস খুঁজে বের করা অনেক বড় কাজ এবং তা ছোট-বড় বহুজনের সম্মিলিত প্রয়াস সাপেক্ষ। দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিতসমাজ, সাহিত্যিক, শিল্পী, সমাজ ও সংস্কৃতিকর্মী—এক কথায় সকলের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া একাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়। এবং এজন্য সুপরিকল্পিত প্রয়াস প্রয়োজন।

তবে কবে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা সুরু হবে বলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকাও কোন কাজের কথা নয়। বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ এলাকার ইতিহাস সন্ধানে যদি আমরা প্রয়াসী হই তাহলেও অনেক কাজ হবে।

আমরা যে এলাকায় বাস করি সেই জঙ্গিপুর মহকুমা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর বারিধৌত পশ্চিমবঙ্গের এই প্রান্ত এলাকার একদিকে সাঁওতাল পরগণার আরণ্য সংস্কৃতি, অন্যদিকে কর্ণসুবর্ণ ও গৌড়বঙ্গের বিচিত্র জীবনের পটভূমি। পাইকর (প্রাচীকোট) ও তার সন্নিহিত এলাকার হিন্দু বৌদ্ধ সংঘাত, ফরাক্কা অঞ্চলের সদ্য আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদড়ো যুগের মৃৎপাত্র, পাল-যুগের ভাস্কর্য, গৌড়ের পাঠান সুলতান ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষণা-সমৃদ্ধ গ্রামীণ শিল্প, ইংরাজ আমলের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে আন্দোলিত এই এলাকার গ্রামজীবন। ইতিহাস এখানে পথে-প্রান্তরে ছড়ানো। সেই ইতিহাস আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

জঙ্গিপুরের এই ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে পরামর্শ ও নির্দেশ লাভের জন্য ১৯৬৩ সালে আমি প্রয়াত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে দেখা করি। সেদিন আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, এই এলাকার সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিশেষ করে বিপ্লবীদের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা। ডঃ মজুমদার এই এলাকা সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে যাঁরা ব্রতী হবেন তাঁদের কি কি করণীয়, কিভাবে তাঁদের অগ্রসর হতে হবে, কি ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দেন। জঙ্গিপুর এলাকার ইতিহাস অনুসন্ধানের ব্যাপারে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীর ও ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের দৃষ্টিও আমি আকর্ষণ করেছিলাম। বাঙালীর ইতিহাস নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা যিনি করছেন সেই স্বনামধন্য ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে দেখা করে গত বছর তাঁর দৃষ্টিও উপেক্ষিত জঙ্গিপুরের প্রতি আকর্ষণ করেছি। নীহারবাবু ফরাক্কায় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হলেও তাঁর এখন বয়স হয়েছে। তাছাড়া তিনি 'বাঙালীর ইতিহাস' বইয়ের শেষ পর্ব নিয়ে ব্যস্ত আছেন। ফলে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর পক্ষে আমাদের সহায়তা করা সম্ভব নয়। তবে তিনি অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদেরকেই অগ্রসর হতে হবে। সকলকেই যে ইতিহাসে পাণ্ডিত্য হতে হবে তার কোন মানে নাই। স্থানীয় অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্রসমাজ ও সংস্কৃতি কর্মী, শিল্পী, অনুসন্ধিৎসু গবেষক—সকলেই এ কাজে হাত লাগাতে পারেন। অনুসন্ধানের বিষয়ের তো শেষ নাই। প্রাচীন মূর্তি ও পুরাকীর্তির অনুসন্ধান ও উদ্ধার, জঙ্গিপুরে গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর গতি পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে জঙ্গিপুরের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকার বিবর্তন, এখানকার রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস, বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস, সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিহাস, ফরাক্কা এলাকায় আবিষ্কৃত প্রাচীন মৃৎপাত্রের সূত্র অনুসন্ধান, এখানকার মুসলমান সংখ্যাধিক্য ও প্রভাবের ক্রমবিবর্তন, এখানকার মল্ল, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, চাঁই ও ছাত্র রাজপুতদের পুরানো ইতিহাস, মোগল সম্রাটদের সময়ের ইতিহাস, মেলা-মন্দির-মঠ-মসজিদ-পীরের দরগার ইতিহাস, বিভিন্ন সময়ের বাজার দর, এখানকার প্রাচীন রেশম শিল্প, কাংস্যশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের ইতিহাস, নীল চাষ, নীলকুঠি ও নীল-বিদ্রোহ, প্রাচীন উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের বিবরণী, প্রাচীন ছড়া ও গান, পুরানো জমিদারদের দপ্তরে সংরক্ষিত প্রাচীন দলিল ও চিঠি অনুসন্ধান—ইতিহাস অনুসন্ধানের সীমানা আদিগন্ত। আনন্দের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তাঁদের প্রচেষ্টাকে গণমুখীন করেছেন। কিন্তু সাত্যকারের কাজ হবে অঞ্চলিক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য যদি তাঁরা দলমতনির্বিশেষে স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধানীদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে সাহায্য করেন।

তবে কে কি করবেন সেজন্য বসে না থেকে আসুন, আমরা নিজেরাই কাজে হাত লাগাই। বিস্মৃতির বালুস্তর সরিয়ে অতীত ইতিহাসের উচ্ছল স্রোতধারাকে আমাদের জাতীয় জীবনে টেনে আনি।

তিনটি অগ্নিকাণ্ড

সাগরদীঘি, ৯ এপ্রিল—এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এই থানার মনিগ্রামে দুটি বাড়ী ভস্মীভূত হয়েছে। আগুন নেভাতে গিয়ে দেওয়াল চাপা পড়ে একজন গ্রামবাসী গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে যোগপুর গ্রামে এক-জন পঞ্চায়েত সদস্যের গোয়ালঘর আগুন লাগলে একটি গরু পুড়ে মারা যায়। আজ সন্তোষপুরে একটি বাড়ী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গীপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

২৭০/৭৯ অন্য

দাবী ১০ টাকা

বাদী—অভয়পদ ভট্টাচার্য্য দিং সাং ভবানীপুর—থানা রঘুনাথগঞ্জ

বনাম

বিবাদী—ভবানীপুর জনসাধারণ পক্ষে ১। কাশীনাথ দাস দিং সাং ভবানীপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ।

অর্ডার ১ রুল ৮ মতে থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন কাশিয়াডাঙ্গা মৌজায় ৪৭৭৪০৮ খতিয়ানের ৫৩৫ দাগের ১০৫ শতক মধ্যে ॥০ আনা অংশে ৫২॥০ শতক পশ্চিম দিক সম্পত্তির জন্য থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন ভবানীপুর গ্রামের জনসাধারণের বিরুদ্ধে ২৭০।৭৯ অন্য মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন তাহাতে জনসাধারণের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ২৯-৪-৮০ আদালতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবেন তজ্জন্য ভবানীপুর জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল

By Order of the Court
K. K. Kar
Sherisradar
Mun-it 1st. Court
Jangipur

সুতির গ্রামে খুন

আওরঙ্গাবাদ, ৮ এপ্রিল—গতকাল সুতি থানার ওমরাপুর গ্রামের দু'জন রাখাল বাউরিপুর গ্রামের কাছে উত্তর মাঠে গরু চরাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়। একদল সশস্ত্র লোকের আক্রমণে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয়। অপরজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই।

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং এ, এল ৩২৫-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

রহস্যজনক মৃত্যু

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ এপ্রিল—গতকাল রাত্রে বেলডাঙ্গা থানার নলহাটী গ্রামের শিশির চৌধুরীকে মৃত অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি আটক করে। জানা গিয়েছে, রঘুনাথগঞ্জ থানার বাহুরা গ্রামে মৃত ব্যক্তির শ্বশুরবাড়ী। তিনি সেখানে বেড়াতে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যু নিয়ে নানারকম রহস্য দানা বাঁধছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

বালিঘাটায় যুবতী খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ এপ্রিল—বালিঘাটার লালবানু বিবি নামে বিবাহিতা একজন যুবতীর মুণ্ডহীন মৃতদেহ আজ নদীর ধার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সে অসামাজিক কাজে লিপ্ত ছিল এবং ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করত বলে প্রকাশ। পুলিশ সন্দেহক্রমে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পাশবিক অত্যাচার : আজ প্রকাশ্য দিবালোকে দফরপুর রঙ্গাপাড়া গ্রামের এক বিবাহ বাসর থেকে একজন ষোড়শী তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনজন যুবক তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে বলে খবর।

আষাঢ়ে গপ্‌পো

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ এপ্রিল—পুলিশ সূত্রের খবরে জানা গেছে, জঙ্গিপুর ফাঁড়ির একজন কনস্টেবল নাকি পুরস্কারের আশায় রঘুনাথগঞ্জ থানায় দুটি ড্রাই বোমা জমা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি নাকি একটি আষাঢ়ে গল্পও বলেছেন। তিনি নাকি জানিয়েছেন, তিনি রাত্রে যখন একা সাদা পোষাকে মিঠিপুরের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল বাংলাদেশী ডাকাত তাঁকে দেখে থলি সমেত বোমা দুটি ফেলে দিয়ে চম্পট দেয়। তিনি বোমা দুটি কুড়িয়ে নিয়ে এসে থানায় জমা দেন। তিনি পুলিশ হলেও পুলিশ নাকি তাঁর আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
লালগোলা কুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সার্ভিস
ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়

TENDER NOTICE

ABRIDGED LIST OF WORKS

Sealed tenders are invited in W. B. F. No. 2911 (ii) from class-I of I. & W. D. and bonafide outsider for works on the right bank of river Ganga as detailed below by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Name of work.

1. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. D3 at Brahmangram-Hazarpur reach Rs. 5,94,351/-, Rs. 11,887/-
2. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. U3 & U1 at Brahmangram-Hazarpur reach, Rs. 4,43,547/-
3. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. 8 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 3,54,827/- Rs. 7,097/-
4. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. D1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 2,21,775/- Rs. 4,436/-
5. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E11 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 1,36,019/- Rs. 2,720/-
6. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E4 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 6,20,966/- Rs. 12,419/-
7. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. E2 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 4,87,902/- Rs. 9,758/-
8. Repairs & restoration to the submersible boulder bar no. N1 at Brahmangram-Hazarpur reach. Rs. 2,66,128/- Rs, 5,323/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars are available from above office upto 5-00 P M (Saturday upto 1-00 P. M.) Last date of application for purchasing tender from 16-4-80 upto 1-00 P. M. Last date of receipt of tender form 19-4-80 upto 1-00 P. M.

Sd/S. K. Dey
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

মুখ্যমন্ত্রী সমীপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই প্রকল্পের কাজ অসম্পূর্ণ। গঙ্গা-নদীর ভাঙনরোধ, অন্তর্দেশীয় জলপথ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং গঙ্গানদীকে চিরপ্লাবিত (গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী সংযোগ) করার বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের অধীনে যাওয়া সত্ত্বেও মাষ্টার রোল কর্মচারীদের জীবন জীবিকার স্থায়ী বন্দোবস্তের কোন প্রকার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায়, আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমজীবী মানুষের বহু আন্দোলনের নেতা হিসাবে আপনার নিকট আমাদের সমস্যাগুলির যথাযথ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাষ্টার রোল কর্মীদের শতকরা ৯০ জনই স্থানীয় অধিবাসী। এই প্রকল্প নির্মাণের ফলে আমাদের একটি বিরাট অংশ প্রত্যক্ষভাবে বৈষয়িক ও অর্থ-নৈতিক সংকটের সম্মুখীন। এই সংকটমোচনে আপনার ও পঃ বঃ সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কামনা করি। তৎসহ অনুরোধ রাখি যে, আপনি কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের এই মৌলিক সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবেন।

স্মারকলিপিতে দাবি জানানো হয়েছে : ১। অনতিবিলম্বে প্রকল্পে কর্মরত সমস্ত মাষ্টার রোল কর্মচারীকে ওয়ার্কচার্জড বা স্থায়ী করতে হবে এবং ফরাক্কায় সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনসহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রকল্পে বিকল্প চাকরির মাধ্যমে মাষ্টার রোল কর্মীদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে হবে। ২। অস্বাভাবিক দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাষ্টার রোল কর্মীদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে এবং ৩। মাষ্টার রোল কর্মীদের শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা দিতে হবে।

চাকরির নামে কেলেংকারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যুবকেরা 'চাকরি যদি না হয়' এই ভয়ে এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। এদিকে জানা গেছে, ফরাক্কা থার্মাল প্ল্যান্টে চাকরি দেবার ব্যাপারে ইন্দিরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বে-সরকারী কমিটি গড়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং মহঃ সোহরাবকে সেই কমিটির নেতৃত্বে রাখার কথাও বলা হয়েছে। তবে ইন্দিরা কংগ্রেসের জেলা সূত্রের খবর গোলাম ইয়াজদানীকে প্ল্যান্টে চাকরি সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান করা হতে পারে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার শক্তিমন্ত্রীর একার। তাই সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

সব দোষ ঝড়ের ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করা সত্ত্বেও কাজ হয়নি। ইটের মান নিম্নস্তরের এবং এক ভাগ সিমেন্টের সঙ্গে দশ ভাগ বালি মিশিয়ে গাঁথুনির কাজ করা হয়েছে। রড এবং চিপস্ কোন পর্যায়েই ব্যবহার করা হয়নি। ভগ্নস্তূপ পরিদর্শন করে অভিযোগ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন। ভাঙা দেওয়ালের ইটের গায়ে সিমেন্টের স্পর্শ নেই—ইটগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভাবখানা এমন যে ঘর তৈরী করার জন্যে ওদের আনা হয়েছে—সঙ্গে বালি। কাজের ভারপ্রাপ্ত—পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বক্তব্য "এত বড় ঝড় ইদানিং কালে দৃষ্ট হয়নি।" তাঁর মন্তব্যে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, 'সব দোষ কি ঝড়ের?' স্থানীয় জিলা পরিষদ সদস্য বিষয়টি সম্পর্কে জিলা পরিষদ সভাধিপতি ও জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদন্তের দাবি করেছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

যাদবসভার ক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থানার বড় দারোগা কনষ্টেবল দিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক প্রহার করেন এবং সাইকেল চুরির কেস দিয়ে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান করেন। রোষ কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পান। তিনি যাদবসভার কোষাধ্যক্ষ। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২ এপ্রিল যাদব-সভার বিরাট জমায়েতে ফরাক্কা থানার বড় দারোগার জঘন্য কার্যকলাপের তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক ষষ্ঠীচরণ ঘোষ। এ ছাড়াও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বড় দারোগার অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিবিধানের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

চার সদস্যের পদত্যাগ

সাগরদীঘি, ৯ এপ্রিল—বিদ্যালয় ও জনগণের স্বার্থরক্ষার দাবিতে সাগর-দীঘি এস এন হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চারজন সদস্য নৃসিংহকুমার মণ্ডল, বৈদ্যনাথপ্রসাদ ভকত, নিমলেশ দেবনাথ ও রামগহনরাম ভকত পদত্যাগ করেছেন বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইস ব্রেড
মির্জাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ
বিয়ে-পৈতে-অন্নপ্রাশন ও রকমারী কারডের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।